সংবাদ

তারিখ 21 APR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি কলেজে শিক্ষক সংকট দূর করুন

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে তীব্র শিক্ষক সংকট চলছে। তার মধ্যে আবার অর্ধশতাধিক কলেজে অধ্যক্ষের পদ শূন্য। সহযোগী একটি দৈনিক গত শনিবার এই খবর দিয়ে বলেছে- পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে, অনেক কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চলছে খণ্ডকালীন শিক্ষক দিয়ে। মোট কথা একাডেমিক কার্যক্রমে চলছে দুরবস্থা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে খবরে বলা হয়েছে- সরকারি কলেজে ১৪ হাজার শিক্ষকের পদের বিপরীতে বর্তমানে চার হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য। এর মধ্যে ৮৭টি সরকারি কলেজের ১৭৬টি বিভাগে কোন শিক্ষক নেই। অন্যদিকে, অধ্যক্ষবিহীন কলেজগুলোর বেশিরভাগই উপজেলা ও থানা পর্যায়ের। জানা গেছে, অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য মন্ত্রণালয় থেকে বারবার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও প্রভাবশালী আমলা, সরকারদলীয় সংসদ সদস্য ও রাজনৈতিক নেতাদের তদবিরের চাপে এসব কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না।

দেশে সরকারি-কলেজ রয়েছে ২৫৫টি। তবে সংশ্লিষ্ট প্রায় ৩০০টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে শিক্ষা ক্যাডারের পদের সংখ্যা প্রায় ১৪ হাজারের কিছু বেশি। এর মধ্যে প্রভাষকের ১ হাজার ৯৮৯টি, সহকারী অধ্যাপকের ৮৬৪, সহযোগী অধ্যাপকের ৩১৯ এবং অধ্যাপকের ১১২টি পদ শূন্য পড়ে আছে। আর অর্ধশতাধিক কলেজে অধ্যক্ষ না থাকার কথা তো শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই সরকারি কলেজগুলোতে লেখাপড়ার হালহকিকত সহজেই অনুমেয়।

সরকারি কলেজগুলোতে শিক্ষক সংকট এবং বিভিন্ন চাপে থেকে অধ্যক্ষ পদ পূরণ করতে না পারার দৃষ্টান্ত বহু পুরনো। সরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগ, শূন্যপদ, পদোন্নতি এবং কলেজ প্রশাসন নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা স্বাধীনতার পর থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এর স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কোন বিধিবিধান শিক্ষা মন্ত্রণালয় আজ পর্যন্ত গ্রহণ করতে পারেনি। এর প্রধান কারণটি রাজনৈতিক। বর্তমান সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনেক সাফল্যের ইতিহাস থাকলেও এ ক্ষেত্রে একই ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে অতীতের মতো। এর মৌলিক কোন পরিবর্তন আজও হয়নি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তের কারণেই এই শিক্ষক সংকট। রাজধানী ঢাকাসহ বিভাগ ও জেলা সদরের কলেজগুলোতে কোন শিক্ষক সংকট নেই। বিভাগভিত্তিক শিক্ষক পদায়নের বার-বাড়ন্ত। তার ওপর একপেশে পক্ষপাতদুষ্টতার কারণে 'এটাচমেন্ট' নামে প্রচুর শিক্ষককে পদোন্নতি দিয়ে ঢাকা এবং তার আশপাশের কলেজগুলোতে রেখে দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে, মফস্বলের কলেজগুলোতে চলছে তীব্র শিক্ষক সংকট। একদিকে ঢাকাসহ বড় বড় বিভাগ ও জেলা সদরে বাড়তি শিক্ষক। অন্যদিকে বড় বিভাগ ও জেলা সদরের বাইরের কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের ঘাটতি রয়েছে।

এ ধরনের ভারসাম্যহীনতার পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার। বিধি অনুযায়ী শূন্যপদ পূরণ করে সংকটগ্রস্ত কলেজগুলোতে শিক্ষক পদায়ন দিতে হবে। পাশাপাশি নতুন করে শিক্ষক নিয়োগেরও উদ্যোগ নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে পিএসসি যাতে দ্রুত ভূমিকা রাখতে পারে সে চেষ্টা করতে হবে। তবে ভারসাম্যহীন শিক্ষক পদায়ন ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করতে পারলে শিক্ষক সংকটের আপাতত সমাধান হতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার স্বার্থেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে আরও দৃঢ় হতে হবে।